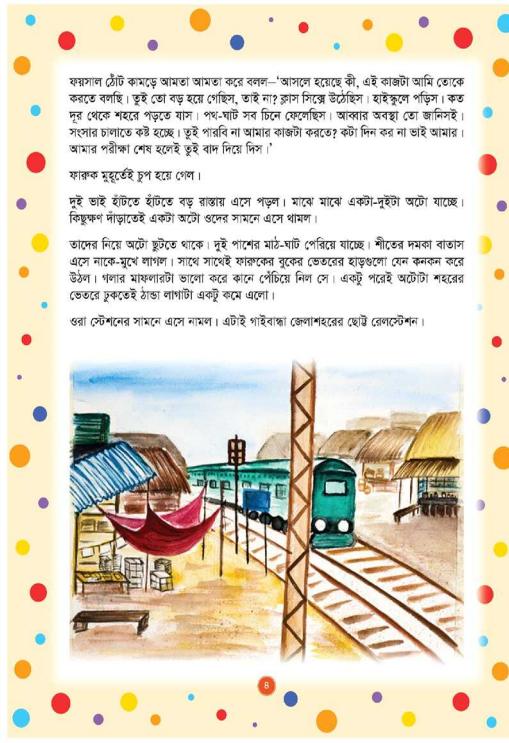


দুই মেরুর হয় নাকো দেখা

ড. উমে বুশরা সুমনা







বাঁশ বাগানে ভূ.....ত

ড. উমেরুল্লাস সুমনা



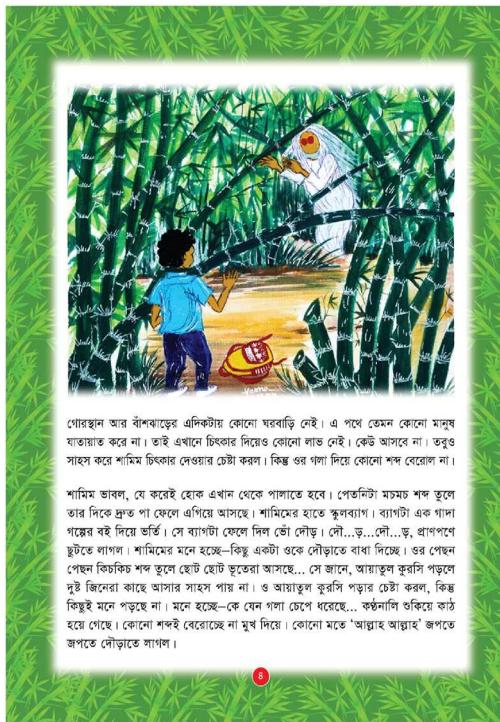


এক

সামনে ওঠি বি ! কী ভ্যাক্স ! হঠাৎ বাঁশবাঢ়ের কেতুর নিয়ে একটা বাড়ো বাতাস বয়ে শেল ।
গান্ধীর পাতার তুলন শুধুমাত্র শব্দ । অনেকদিন হয়ে দুর্ঘর যাইয়ে গেছে । সৃষ্টিও গভীরে হেলে
গড়েছে । আমারে যেকে শেহে দ্বা বাঁশবাঢ়ের কেতুরটি । একটা নাম না জানা পাখি কিছুক্ষণ
পরপর অঙ্গভাগে দেখে উঠেছে । মাটিতে ওকনা পাতার তৃপ । তৃপের নিচ নিয়ে সরসের করে কী
দেন ছুঁটে গেছে । যা ছুঁটে করে পরিদেশে ।

হঠাৎ একটা বীশ শামিমের সামনে এসে দৃঢ়ে গড়ে । সে ভয়ে ছিলের নিয়ে এক পা পিছিয়ে
গেল । টিক তথনই ওজ চোটে কুকুর সামা ধান বাপত্ত পুরা পেতচিটাকে । সামা শব্দের মধ্যে কু
হঠাপন্থ ঝড়িয়ে আছে । দেৱকুমো গালে হাজার বাবেরে ছাপ । অকিংকেটিরের কেতুরে আছন্দের
ভাট্টির মতো দুইটা চোখ ঝলক্ষণ করছে । লাখা, হাতু কিরাঞ্জিয়ে হাতাটা তুমে পেতলিটা ইশৰায়
ভাবে শামিমকে । শামিমে বিগান্ধু দেখে একটা ঠাটা দ্রোত নাম । বিষ হয়ে গেল তার
পুরো শরীর ।

বাঁশবাঢ়ের পুরে গোৱাহন । সেখান থেকে একটা দমকা বাতাস মধা-পচা গুৰুমুেত নাকে এসে
ধাক্কা দিব । মুঁয়ে ধাকা বাঁশটা অঙ্গভাগে দুর্গতে ধাক্কা । সামা ধান বাপত্ত পুরা পেতচিটা এগিয়ে
আসছে শামিমের নিকে । এটা দেখে তার অঙ্গরাঙ্গা কেঁপে উঠে ।



গোবিন্দ আর বাঁশকাটের এলিকটায় কোনো ঘরবাড়ি নেই। এ পথে তেমন কোনো মনুষ যাতায়াত করে না। তাই এখানে চিরকাল নিয়েও কোনো শাস্তি নেই। কেউ আসে না। তবুও সাহস করে শামিস চিকনে দেওয়ান গেঁজি করল। কিন্তু ওর গলা নিয়ে কোনো শব্দ দেয়েলো না।

শামিস ভাবল, যে করেই হোক এখান থেকে পালাতে হবে। পেতনিটা মচমচ শব্দ তৃলে তার নিকে দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে আসছে। শামিসের হাতে কুলুকাপ। বাঁশটা এক গাঢ় গাঢ়ের বই নিয়ে ভর্ত। সে বাঁশটা ফেলে নিল তো সৌভ। সৌ...ভ...সৌ...ভ... রাখপূর্ণ ছুটতে থাপ। শামিসের মনে হচ্ছ—হিছু একটা ওকে দোঁড়াতে বাধা নিয়েছে। ওর পেছনা পেছন কিছিকিং শব্দ তৃলে হোক হেট ছুতেরা আসছে... সে জানে, আয়াকুল কুরাশি গভুলে দুটি জিনেরা কাছে আসার সাহস পায় না। ও আয়াকুল কুরাশি শুধুর চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই মনে পড়তে না। মনে হচ্ছে—কে মেন গলা চেপে ধরেছে... কষ্টনালি শুরিয়ে কাট হয়ে পোছে। কোনো শব্দই দেরোকে না মুখ নিয়ে। কোনো মতে ‘আঘাত আঘাত’ জগতে জগতে দৌড়াতে শাগল।

ନୂର ହାମେନେର ଆଲୋର ମ୍ୟାଜିକ

ଡ. ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟରୀ ସୁମନୀ





এক

সবাল খেকেই শামিদের বুক্টি চিপ্পিগ করছে। আজকে ফাইনল প্রীফার প্রেজেন্ট দেবে। পাস করলে জ্ঞান নির থেকে সেভেন ডালেই প্রীফা নিয়েছে। শুধু গান্ধীতা জয়ন রকমের বাবাপ হয়েছে। প্রীফা নিয়ে কেব হয়ে সবার সাথে ঘন উপর মেলাপিল, তখন জানত পরবা—সবল অভ্যন্তর উত্তর য়, হবে, আর ওর উত্তর য়, এসেছে। একটি নিয়ের অভ্যন্তর উত্তর মাঝি ৮ হবে, কিন্তু ওর উত্তর ৮ এসেছে। একটি-আর্টি কুল হয়েছে—আতে কী? শুধুত শিক্ষক বৃদ্ধ সাম তা বিছুটেই মানবেন না। পাঁচ কটু ফেটু নিয়ে দুইটা আত আজা বিনিয়ো দেবেন।

শুধু সাম ভ্যানক রাণী মানুষ। একটা ভাণী চশমা সব সময় নাকে ঢাঁচে থাকে। আব মাথায় সব সময় ঘোরে অঙ্ক।

একলিন বাবাৰ সামে বাজাৰ কৰকে গোলে শাকেৰ সেৱামে সামেৰ সাথে দেখো।

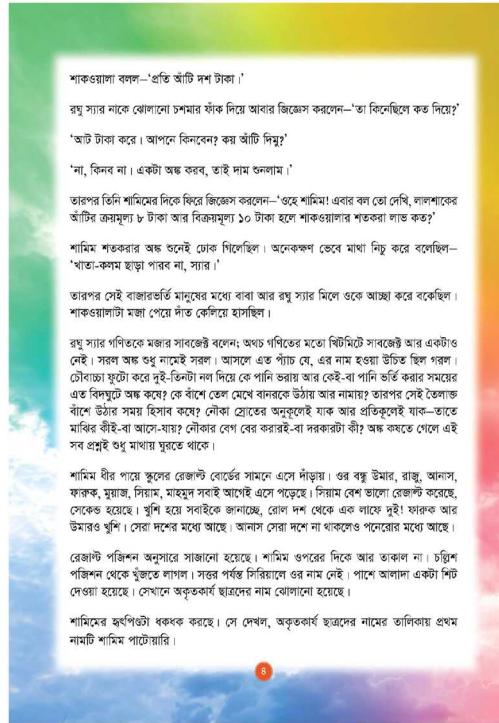
তিনি চিনাত পেৱেই খপ কৰে ঘৰে ঘৰে বললেন—'হুই ক্লাস পিৱেৰ শামিম না?

শামিম বাঁচাই হয়ে বলল—'জি স্যার।'

'বাজাৰে কী?

'আক্ষুণ্ণৰ সামে এসেছি স্যার। লালশাক বিনৰ।'

স্যার শাকওয়ালাকে প্ৰশ্ন কৰলেন—'ওহে শাকওয়াল! তোমাৰ শাকেৰ দাম কত?'
৬



শাকওয়ালা বঙ্গল—‘প্রতি আঁচি দশ টাকা।’

রংশু স্যার নাকে বোলানো চশমার ঘীক লিয়ে আবার জিজেস করলেন—‘তা বিমেছিলে কত নিয়ে?’

‘আঁট টাকা করে। এপেনে কিনবেন? কম আঁচি নিয়ুক্ত।’

‘না, কিনব না। একটী আঁষ কৰব, তাই দাম ভুলভাব।’

তারপর তিনি শামিমের লিঙে ফিরে জিজেস করলেন—‘গুহে শামিম! এবার বল হো মেরি, লালশাকের অঁটিস ক্রসম্যাপ্ট টাকা আব বিকান্ড্যা ১০ টাকা হলে শাকওয়ালার শতকরা লাভ কত?’

শামিম শতকরার অক কমেই দেব নিশেছিল। অনেকক্ষণ তেবে মাথা নিছু করে বসেছিল—‘খাতা-ক্ষম হজ্জ পুর না, সার।’

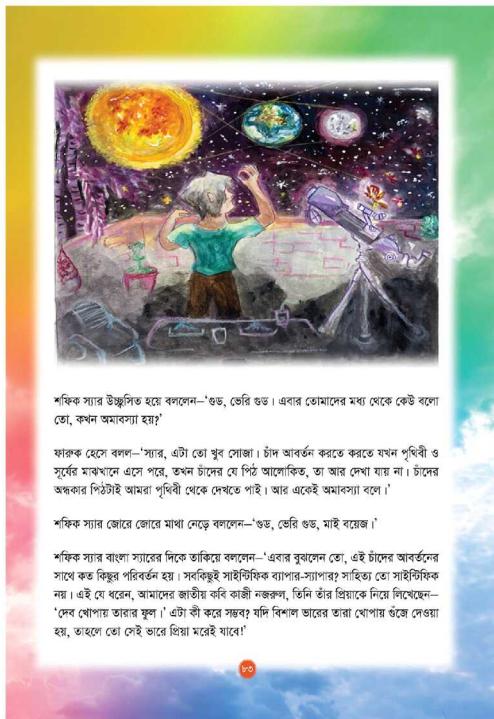
তারপর সেই বাজারবঙ্গি মাঝেয়ে মধ্যে বাবা আব রংশু স্যার নিয়ে ওকে আঁষ্যা করে বকেছিল। শাকওয়ালাটা জাব পেনে সীত কেকিতে হাসাল্লি।

রংশু স্যার পশিতকে মারার সাবজেক্ট বাবেন; অত পশিতের মতো খিটিমিটো সাবজেক্ট আব একটা ও নেই। স্যার অক পুরু নাহেই সকল। আলানে এক পীট দে, এব স্যার ইওয়া উচ্চত ছিল গুৱা। টোবাজা মুটো করে দুই-তিপাঁচা নল নিয়ে কে গালি ভৱাব আব হেই-বা গালি ভৱিত কৰাব সময়ের এত বিস্তৃত অক কৰণ কে বাঁশে দেক মেরে বানাবকে উঠান আব নামাক? তারপর দেই তোলাক বাঁশে উঠান সমা হিসাব কৰে? লোক প্রাচে অনুভূত যাব আব প্রতিষ্ঠান যাব—তাতে মারিব কীই-বা আচে-যাই? নোকাত দেগ কেব কাৰাই-বা বৰকতাৰ হীঁ আব কৰতে দেলে এই সব প্ৰশ্নই ত্ৰু মাথায় মুৰুতে ধাকে।

শামিম হীৱ পাদে সুলেৰ রেজাল্ট মোৰেৰ সামানে এসে মাজুম। ওৱ বষু উমাৰ, রাজু, আনাস, ফৰাক, মুজা, সিয়া, মহমদ বাবই আগৈছি এতে পত্তেৰে। সিয়াম মেশ হাতো কেজুল কৰেৱে, সেকেত হয়েৰে। পুনি হয়ে সবাইকে জানাবে, বোৱ দশ ধেকে এক লাকে দুই। সারুক আব উমাৰও ঝুঁৰি। সেৱা দশেৱ মধ্যে আহে। আনাস সেৱা দশেৱ না বাবলোও পণেৱোৱ মধ্যে আহে।

ৱেজাল্টি পৰিশন অনুমানে সাকানো হয়েছে। শামিম গুপ্তের নিকে আব তাকল না। চাঞ্চল্য পৰিশন ধেকে হুঁচে লাগল। স্বৰে পৰম্পৰ সিৱিলিয়ে ওৱ স্বামৈ। পাশে আলানা একটা শিচ দেৱাব হয়েছে। সেখানে অনুভূতিৰ ছাতোৱে নাম যোগানো হয়েছে।

শামিমেৰ ঝুঁপিল্লো ধকধক কৰাবে। সে দেখল, অকৃতকাৰ্য হজদেৱেৰ নামেৰ তালিকায় প্ৰথম নামটি শামিম পাটেজারি।



শক্তিক স্যার উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন—‘গত, ভেরি গত। এবার তোমাদের মধ্য থেকে কেউ বলো তো, কখন আমরণা হয়?’

ফালক হেসে বলল—‘স্যার, এটা তো খুব সোজা। ঈশ্ব আবর্তন করতে করতে যথন পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখনে এলে পড়ে, তখন ঢাকের যে পিঠ আলোকিত, তা আর দেখা যায় না। ঢাকের অক্ষকার পিঠটাই আমরা পৃথিবী থেকে দেখতে পাই। আর এছেই আমরণা বলে।’

শক্তিক স্যার জোরে জাবা মেড়ে বললেন—‘গত, ভেরি গত, মহি বয়েজ।’

শক্তিক স্যার বাহু স্যারের লিঙ্কে তারিয়ে বললেন—‘এবার বুকদেন তো, এই ঢাকের আবর্তনের সাথে কক কিছু পরিবর্তন হয়। সবিকাই সাইনিফিক বাপ্পার-সাধার সহিত তো সাইনিফিক নয়। এই যে বক্রন, আমাদের জাতীয় কাজী নৃকরণ, তিনি ঈষৎ প্রিয়ে নিয়ে লিখেছেন—‘দের খোপায় তারার ফুল।’ এটা কী করে সহবৎ যদি বিশ্বল ভাবের তারা খোপায় উঁজে দেওয়া হয়, তাহলে তো সেই প্রিয়া হাতেই বাবে!

ঢলো, সংগৃহীত যাই

ড. উমেদ বুশরা সুমনা



